সংবাদ

তারিখ ... 1 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এডুকেশন ক্লাস্টারের প্রতিবেদন

ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১১৩৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ পায়নি দুই বোর্ড

রাকিব উদ্দিন

ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এর তাণ্ডবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের তিন জেলার এক হাজার ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে হাইস্কুল ৩০৩টি, মাদ্রাসা ২৭৩টি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৫৯টি। আক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪৩টি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেগুলোতে বর্তমানে বিকল্প-ব্যবস্থাপনায় নামকাওয়াস্তে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৬টি হাইস্কুল, ৩৩টি মাদ্রাসা ও ৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

'মহাসেন'-এর তাণ্ডবের প্রায় আড়াই মাস পর ক্ষতিগ্রস্ত তিন জেলা পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে 'এডুকেশন ক্লাস্টার' সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দেশি-বিদেশি ২৪টি এনজিও সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত এডুকেশন ক্লাস্টারের প্রতিবেদনটি আগামী ৫ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) উপস্থাপন করা হবে। মাউশি'র কর্মকর্তারা জানান, এডুকেশন ক্লাস্টারের প্রতিবেদনটি

মহাসেনে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্ত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পর্যালোচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও সংস্কার, পুনরায় একাডেমিক কার্যক্রম এবং এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হবে ৫ আগস্টের সভায়। এখন ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মাউশির সঙ্গে এডুকেশন ক্লাস্টার যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ মে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এর তাণ্ডব বয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত হাইস্কুল ও মাদ্রাসা :

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হাইস্কুল ও মাদ্রাসাগুলোর ছয় হাজার ৮৭২ জন শিক্ষক এবং এক লাখ ৬৫ হাজার ১৭৫ জন ছাত্রছাত্রী নানা ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী।

আর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দুই হাজার ৭০৬ জন শিক্ষক এবং এক লাখ ২৭ হাজার ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী আছে ৯৭৩ জন।

এছাড়াও মোট ক্ষতিগ্রস্ত ৫০৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আংশিক কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৭৬টি হাইস্কুল ও ২৪০টি মাদ্রাসা এবং ৪৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঁচ বছরেও ক্ষতিপূরণের অর্থ পায়নি বরিশাল ও যশোর বোর্ড :

২০০৮ সালে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা'য় ক্ষতিগ্রস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ফি মওকুফের টাকা আজও পায়নি বরিশাল ও যশোর শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফি মওকুফ করেছিল দুই বোর্ড। কিন্তু পরবর্তীতে ওই দুই বোর্ডকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হয়নি।

জানা যায়, পরীক্ষার্থীদের ফি মওকুফ করায় সরকারের কাছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পাওনা প্রায় পাঁচ কোটি আট লাখ এবং যশোর বোর্ডের প্রায় তিন কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় এই টাকা পরিশোধে নানা টালবাহানা করছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিমল কৃষ্ণ মজুমদার সংবাদকে বলেন, 'আমরা এখনও ওই অর্থ পাইনি।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখার কর্মকর্তারা জানান, 'আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ছাড়া বোর্ডগুলো শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফি মওকুফ করেছে- এই অজুহাতে অর্থ মন্ত্রণালয় ওই অর্থ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছে। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ীই পরীক্ষার ফি মওকুফ করা হয়েছে।'